বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

হাইকোর্ট বিভাগ

(দেওয়ানী রিভিশনাল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিত:

বিচারপতি জনাবা কাজী জিনাত হক

সিভিল রিভিশন নং- ২৬২২/২০১৭

মোঃ আব্দুস সাত্তার

...বাদী-দরখাস্তকারী

-বনাম-

জাহানারা বেগম

...বিবাদী-প্রতিপক্ষ

কোন পক্ষ হাজির নয়

শুনানী ও রায়ের তারিখ : ২৬.০২.২০২৩

বাদীনি দরখাস্তকারীরির আবেদনক্রমে বিবাদী প্রতিপক্ষের প্রতি এই মর্মে কারণ দর্শানোর আদেশ দিয়ে অত্র রুলটি জারী করা

হয়েছে যে, কেন বিগত ২/০৪/২০১৭ইং তারিখে প্রচারিত লক্ষীপুর জেলার যুগ্ম জেলা জজ, ১ম আদালতের ৫২/২০১৫ নং আপীল মামলার রায় ও ডিক্রি বাতিল করা হবে না।

বাদীনি লক্ষীপুর জেলার সহকারী জজ অতিরিক্ত আদালতে এই মর্মে দেওয়ানী মোকদ্দমা নং ২৯২/২০০৮ দায়ের করেন যে, ২২/০৬/২০০৫ইং তারিখের ৩৬৬৬৩ নং নালিশি দলিল সৃজিত এবং তা বাতিল যোগ্য। বাদীর বক্তব্য সংক্ষেপে এই যে, লক্ষীপুর থানা ও জেলার তুমচর গ্রামে বাদীর পৈত্রিক নিবাস। ১নং বিবাদী বাদীর পিতা। বাদী ১৯৯৮ইং সনে গৃহ পরিচারিকার চাকরি নিয়ে কুয়েতে যায়। বাদী তার উপার্জিত টাকা তার মা সেতারা বেগমকে ব্যাংক হিসাবে পাঠাতো। অতঃপর বাদী ২৫/০২/২০০১ইং তারিখে ১৯৬২ নং, ২৬/০৪/২০০১ইং তারিখে ৩৯৭৮ নং এবং ০১/০৪/২০০২ইং তারিখে ৩৫১৯ নং কবলা মূলে তার পিতার সাথে একত্রে জমি খরিদ করে। উক্ত ৩ (তিন) টি কবলা দলিল মুলে বাদী মোট ৪২ ডিং জমিতে মালিক দখলকার থেকে তার নামে ১০৩৫ নং নামজারি জমা খারিজ খতিয়ান মূলে খাজনা দাখিল করে। বিবাদী বাদীকে দাতা সাজিয়ে নিজে গ্রহিতা সেজে বিগত ২০/০৬/২০০৫ইং তারিখের ৩৬৬৬৩ নং সাফ কবলা দলিল সৃজন করে রাখে। বাদী উক্ত দলিল মূলে কোন জমি বিক্রি করেনি বা বিক্রি করার কোন আবশ্যিকতা বাদীর ছিল না। বাদী নালিশি দলিল সম্পাদন বা রেজিষ্ট্রি করে দেয়নি। বাদী তার পিতার সাথে একত্রে জামাতা ইউনুচ হোসেনের মাধ্যমে নালিশি দলিলের জমি ভোগদখল

করে আসছে। নালিশি দলিলের বিষয়ে বাদী আগে থেকে অবগত ছিল না। বিগত ২০/০৫/২০০৮ইং তারিখে বাদী কুয়েত থেকে বাংলাদেশে এসে নিজ জমিতে ঘর উত্তোলন করতে গেলে বিবাদী বাদীকে তার জমি খরিদ করে নিয়েছে বলে জানায়। অতঃপর বাদী অনুসন্ধান করে বিগত ১৯/০৬/২০০৮ইং তারিখে দলিলের সহিমোহর নকল পেয়ে দলিলের বিষয় সঠিকভাবে অবগত হয়ে নালিশি দলিলটি বাতিলের ডিক্রি প্রার্থনায় অত্র মামলা দায়ের করে।

১নং বিবাদী লিখিত বর্ণনা প্রদান ক্রমে অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দিতা করে। লিখিত বর্ণনায় সংক্ষেপ হচ্ছে যে, বাদী অত্র মামলা দায়ের করেনি। ইউনুস বাদীর নামাকরণে অত্র মিথ্যা মামলা দায়ের করে। বাদী আব্দুর সাত্তারের কন্যা নয়। বাদীর পিতার নাম আব্দুল গনি, মাতার নাম সখিনা খাতুন।বাদীর পিতা ও ১নং বিবাদী পরস্পর ভাই। বাদী ১০ (দশ) বছর বয়সের সময় তার পিতা মারা গেলে এবং মাতার অন্যত্র বিয়ে হলে এই বিবাদী বাদীকে লালন পালন করে বিয়ে দেয়।এই বিবাদীর কন্যার নাম জাহানারা বেগম পিয়ারা। বিবাদী বাদীকে গার্মেন্সে চাকরি নিয়ে দেয়। বাদী বিদেশে যাওয়ার সময় এই বিবাদী বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে ধার করে বাদীকে ১,৫০,০০০/- (দেড় লক্ষ) টাকা দেয় । বাদী বিদেশে গিয়ে কিছু টাকা ১নং বিবাদীর স্ত্রী সেতারা বেগমের নামে পাঠিয়ে বাদীর কন্যাকে বিয়ে দেওয়ার সময় এই বিবাদী এক লক্ষ টাকা খরচ করে। নালিশি দলিলের দাতা বাদী নয়। দাতা হচ্ছে ১নং বিবাদীর কন্যা

জাহানারা বেগম। তাই নালিশি দলিল তর্কিত করার কোন অধিকার বাদীর নেই। কাজেই অত্র মামলা খারিজ যোগ্য।

বাদীপক্ষে দুই জন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করে। বাদীপক্ষে, ২৫/০২/২০০১ইং এর ১৯৬২নং কবলার জাবেদা প্রদর্শনী-১, ২৬/০৪/২০০১ইং এর ৩৯৭৮নং কবলার জাবেদা প্রদর্শনী-১(ক), ০১/০৪/২০০২ইং এর ৩৫১৯নং কবলার জাবেদা প্রদর্শনী-১(খ), ২২/০৬/২০০৫ইং এর ৩৬৬৩নং কবলার জাবেদা প্রদর্শনী-১(গ), ১০৩৫নং নামজারী জমাখারিজ খতিয়ানের মূল কপি প্রদর্শনী-২, জন্ম সনদের মূল কপি প্রদর্শনী-৩, টাকা পাঠানোর চেক ৩(তিন) ফর্দ, প্রদর্শনী-৪ সিরিজ, ব্যাংক স্ট্যাটমেন্ট এর কপি ২(দুই) ফর্দ প্রদর্শনী-৫ সিরিজ, কাবিননামার সহিমোহর নকল প্রদর্শনী-৬ সিরিজ, আমমোক্তারনামা প্রদর্শনী-৭ হিসেবে চিহ্নিত হয়। বিবাদীপক্ষে ৪ (চার) জন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করে। বিবাদীপক্ষে ২২/০৬/২০০৫ইং এর ১৯৬২নং কবলার মূল কপি প্রদর্শনী-ক, বিবাহের কাবিননামা প্রদর্শনী-খ, ২৫/০২/২০০১ইং এর ১৯৬২নং কবলার মূল কপি প্রদর্শনী-ক(১), ০১/০৪/২০০২ইং এর ৩৫১৯নং কবলার মুল কপি প্রদর্শনী-ক(২), ২৬/০৭/২০০১ইংএর ৩৯৭৮নং কবলার মুল কপি প্রদর্শনী-ক(৩) হিসেবে চিহ্নিত হয়।

শুনানীঅন্তে বিচারিক আদালত ১নং বিবাদীর বিরুদ্ধে দোতরফা সুত্রে বিনা খরচায় ডিক্রি প্রদান করেন এবং নালিশি সাফ কবলা দলিলটি বাতিল বলে ঘোষণা করেন।

উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হয়ে ১নং বিবাদী লক্ষীপুরের জেলা জজ আদালতে ৫২/২০১৫ নং আপীল মোকদ্দমা দায়ের করলে উক্ত আপীলটি শুনানীর জন্য লক্ষীপুরের যুগ্ম জেলা জজ, ১ম আদালতে প্রেরিত হয়। শুনানীঅন্তে আপীল আদালত আপীলটি নামঞ্জুর করেন এবং নিম্ন আদালতের রায় বহাল রাখেন।

উভয় আদালত এই মর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, প্রদর্শনী ১, ১(ক) ও ১(খ) মূলে মালিক বাদী জাহানারা মর্মে প্রতিয়মান হয়। কাজেই ডি,ডাব্লিউ-২ দাতা হিসেবে নালিশি দলিলটি স্বাক্ষর সম্পাদনের অধিকারি নয়। উভয় আদালত এই মর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, যেহেতু বাদী ও বিবাদী উভয় পক্ষের স্বীকৃত মতে নালিশি দলিলে দাতা স্থানে স্বাক্ষরটি বাদীর নয়, কাজেই দলিলটি খাটি আইনানুগ হতে পারে না। উভয় আদালত এই মর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, নালিশি প্রদর্শনী ১(গ) চিহ্নিত দলিলটি ভিন্ন ব্যক্তিকে দাঁড় করিয়ে বাদীর নামাকরণে সৃজিত মর্মে জাল প্রতিয়মান হয়েছে।

বিচারিক ও আপীল আদালত কোন ঘটনার ব্যাপারে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হলে রিভিশন আদালত তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারে না, যদি না কোন সাক্ষ্য ভুলভাবে পঠিত হয় অথবা অপঠিত থেকে যায়।

কাজেই তর্কিত রায় হস্তক্ষেপ যোগ্য নয়। অত্র রুলটি খারিজ যোগ্য।

অতএব, অত্র রুলটি বিনা খরচায় খারিজ (ডিসচার্জ) করা হলো।

স্থগিতাদেশ রদ ও রহিত করা হলো।

নিম্ন আদালতের নথি অত্র রায়ের সাথে অতিসত্বর প্রেরণ করা হউক।

ওবাইদুল হাসান/*বিও*